রোহিঙ্গা মুসলিমদের ব্যথা
সমগ্র উম্মাহর ব্যথা

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ

النصر
AN-NASR

AS SAHAB MEDIA

রোহিঙ্গা মুসলিমদের ব্যথা

সমগ্র উম্মাহর ব্যথা

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা

AN-NASR

আস সাহাব মিডিয়া:

মিয়ানমারের সামরিক অভ্যুত্থানের বিষয়টি সাম্প্রতিক সময়ে বারংবার খবরের শিরোনামে আসছে। যাই হোক, অনেক মুসলিমদের ভয় এই যে, এই অভ্যুত্থান হয়তো রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর অমানবিক নির্যাতন ও গণহত্যার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে এবং তা চলমান থাকবে। যেমনটা পশ্চিমাদের পছন্দনীয় অং সান সু চি'র শাসনামলে পাশবিকতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল।

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ:

"সমগ্র বিশ্ব সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর চালানো নির্বিচার গণহত্যা ও পাশবিকতার সাক্ষী। অথচ সামান্য কিছু মানবিক সাহায্য ও নিন্দা জানানো ব্যতীত বিশ্ব সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আজও এই সমস্যা সমাধানে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।"

আস সাহাব মিডিয়া:

সাম্প্রতিক এই অভ্যুত্থান - কথিত গণতন্ত্রের দাবীদার পশ্চিমা মিথ্যাবাদীদের প্রকম্পিত করেছে। তাদের নিকট এই গণতন্ত্রের পবিত্রতা রক্ষা করা হাজারো মানুষকে নির্বিচারে হত্যা এবং লক্ষ লক্ষ জনসাধারণকে জোরপূর্বক দেশ থেকে বিতাড়িত করার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

অপরাধবিজ্ঞানী ড. থমাস ম্যাকমেনুস:

"বিশ্ব সম্প্রদায় এই অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে যে চাপ সৃষ্টি করছে, তা মূলত গণতন্ত্র রক্ষার্থে। অভ্যুত্থানের ফলে অং সান সু চি'কে ক্ষমতাহীন করার দ্বারা 'গণতন্ত্র' আক্রমণের শিকার হয়। যার ফলশ্রুতিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় মিয়ানমারে 'গণতন্ত্র'কে রক্ষা ও পুনর্জীবিত করতে চাপ প্রয়োগ করবে।"

আস সাহাব মিডিয়া:

সামরিক অভ্যুত্থানের খবর বিশ্ব মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পর পশ্চিমা মিডিয়া ও কূটনীতিবিদরা মিয়ানমারের 'গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা' রক্ষা করতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এই 'গণতান্ত্রিক সরকার' রোহিঙ্গা মুসলিম গণহত্যার একটি সক্রিয়

অংশগ্রহণকারী অংশ। শুধু হত্যায় নয়, পরবর্তীতে গণহত্যাকে আড়াল করার চেষ্টা করেছে পুরোমাত্রায়।

অং সান সু চি'কে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে পশ্চিমারা পরোক্ষভাবে এই গণহত্যা চালানোর গ্রিন সিগন্যাল পূর্বেই দিয়েছিল।

অপরাধবিজ্ঞানী ড. থমাস ম্যাকমেনুস:

"বছরের পর বছর ধরে অং সান সুচি সুপরিকল্পিতভাবে নিজের অবস্থান পোক্ত করেছে। তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী একজন ব্যক্তিত্ব। তিনি তার এই অবস্থানকে পুঁজি করে তার চলমান সামরিক আগ্রাসন ও দুর্নীতি ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। যখনই বিশ্ব সম্প্রদায় তার কাছে প্রমাণ ও প্রতিবেদন নিয়ে হাজির হয়েছে, অং সান সুচি তার এই প্রভাবকে পুঁজি করে অকপটে তার কৃতকর্ম অস্বীকার করেছে। একে বলা হয় 'Complicity in Genocide'। অং সান সু চি'কে আইনের আওতায় এনে তদন্ত করা উচিৎ।"

আস সাহাব মিডিয়া:

সুচির সরকারের দুর্নীতি ও সামরিক আগ্রাসনকে জবাবদিহিতার মুখোমুখি করা ও তদন্ত করার পরিবর্তে পশ্চিমা সরকার এবং বিভিন্ন সংস্থাগুলো পূর্বে মিয়ানমারের এই সরকারকে কট্টর সমর্থন দিয়ে গেছে এবং বর্তমানে এর প্রত্যাবর্তন দাবি করছে।

আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন:

"বার্মিজ মিলিটারির উচিৎ তাদের দখলকৃত ক্ষমতা হস্তান্তর করা, আটককৃত কর্মকর্তাদের মুক্তি দেওয়া, অবরোধ ও জরুরি অবস্থা উঠিয়ে নেওয়া, নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে এই অবস্থার অবসান ঘটানো এবং সহিংসতা থেকে বিরত থাকা।"

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ:

"মিয়ানমারের তথাকথিত 'গণতান্ত্রিক সরকার' - যাদের গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার গুণগান গেয়ে পশ্চিমারা পঞ্চমুখ - সকলের অগোচরে একটি দুর্নীতিগ্রস্ত 'গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠা করেছে। তাদের দুর্নীতি, অপরাধ ও অপকর্মের

বর্ণনা অত্যন্ত সূক্ষ্মরূপে নথিভুক্ত ও প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। কোনো ঐক্যজোট গঠন করা হয়নি। এই দ্বিমুখীতার কারণ সুস্পষ্ট। কারণ এখানে ভুক্তভোগী হচ্ছে - মুসলিম জনসাধারণ।"

আস সাহাব মিডিয়া:

এত অপরাধ সত্ত্বেও পশ্চিমা নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনগুলো পূর্বে মিয়ানমার সরকারকে দৃঢ় সমর্থন জানিয়েছে এবং বর্তমানে এর প্রত্যাবর্তন দাবি করছে। সু চি প্রকাশ্যে তার এই যুদ্ধ নীতি নিয়ে গর্ব করতো।

হু উইলাসো (জনৈক বার্মিজ বৌদ্ধ):

"আমাদের অস্তিত্বের প্রধান হুমকি হচ্ছে মুসলিমরা। এদের পুরুষরা একাধিক বিয়ে করে এবং অধিক সন্তান গ্রহণ করে। তারা তা করে স্বেচ্ছায় এবং তাদের একাজের লক্ষ্য হল - মিয়ানমারে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া।

সরকার সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এখন আর তাদের 'রোহিঙ্গা' বলে সম্বোধন করা হয় না। বরং 'অবৈধ অভিবাসী' হিসেবে গণ্য করা হয় যাদের ক্যাম্পে থাকাই মানায়। সরকার ইতিমধ্যেই তাদের অন্যকোন দেশে দেশান্তরিত করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।"

আস সাহাব মিডিয়া:

পশ্চিমাদের প্রশ্রয়ে জোরপূর্বক দেশান্তরিত করার এই নীতি বাস্তবায়নে মিয়ানমারের নরপশুরা নিরপরাধ রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর অকল্পনীয় পাশবিক নিপীড়ন চালিয়েছে। দুধের শিশুর শিরশ্ছেদ করা, গর্ভবতী নারীদের পেট কেটে নবজাতক ও মাকে হত্যা করার মত জঘন্য অপরাধ তারা করেছে। এরপর গ্রামগুলোর পুরুষদের মাথায় গুলি করে হত্যা, গ্রামগুলোতে অগ্নিসংযোগ ও নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞ তারা এ সময় চালিয়েছে।

শাইখ মাহমুদ আল হাসানাত:

"এই যন্ত্রণার চেয়ে অধিকতর কোনো যন্ত্রণা হতে পারে কি!?

এই ঘটনার চেয়ে অধিক দুঃখদায়ক কোনো ঘটনা হতে পারে কি!?

চরম কষ্ট, জোরপূর্বক দেশত্যাগ, নির্বিচারে হত্যা, নিধন, নির্যাতন, অঙ্গচ্ছেদ, জীবন্ত দহন...রাত-দিন সমানে চলেছে এই অত্যাচার...

তাদের পরিস্থিতিই তাদের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে... বাবা, মা, ছেলে, মেয়ে, কেউ একজন যদি বেঁচে যেত হিজরত করার জন্য...!!

আল্লাহর শপথ, হে বার্মা!!! তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয়তম স্থান!

যদি তোমার জাতি আমাকে তোমার থেকে উচ্ছেদ করত, তবুও আমি তোমাকে ছেড়ে আসতাম না...

এই কষ্টের চেয়ে অধিকতর আর কোনো কষ্ট আছে কি?

হে আরব জাতি! হে মুসলিম জাতি! এই কষ্টের চেয়ে অধিকতর কোনো কষ্ট হতে পারে কি?

গৌতম বুদ্ধের পূজারীরা আজ রবের ইবাদাতকারীদের উপর আক্রমণ করছে, আজও আমাদের ভ্রাতৃত্বের কোনো নিদর্শন নেই!

গৌতম বুদ্ধের পূজারীরা আজ রবের ইবাদাতকারীদের উপর আক্রমণ করছে, আজও আমাদের ভ্রাতৃত্বের কোনো নিদর্শন নেই!

ফুটফুটে শিশুদের (এই ছবিগুলো তাদের) মর্মান্তিক পরিস্থিতির সাক্ষ্য প্রদান করে। তারা (শিশুরা) বলে, "হে পিতা!!! আমরা দাসত্বে আবদ্ধ হবো অথবা নিঃশেষ হয়ে যাব। আমরা দাসত্ব বরণ করব, মারা যাব অথবা তারা আমাদের ধ্বংস করে দিবে...তারা আমাদের উপর আর কতকাল আগ্রাসন চালিয়ে ক্ষান্ত হবে?"

আস সাহাব মিডিয়া:

আরও খারাপ খবর এই যে, রোহিঙ্গা মুসলিমদের জোরপূর্বক উচ্ছেদ করার আগে সেখানকার বৌদ্ধ ঔপনিবেশিকদের জন্য ঘর-বাড়ি নির্মাণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আর এটা করতে হত মুসলিমদের মালিকানাধীন ধন-সম্পদ ও জমানো টাকা-পয়সার দ্বারা। মুসলিমদের তীব্র দারিদ্রতা সত্ত্বেও তাদেরকে এটা করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

জনৈক রোহিঙ্গা বৃদ্ধ:

"কিছু বছর আগে সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে, পুরো মিয়ানমার থেকে কিছু কিছু বৌদ্ধদের নিয়ে এসে আমাদের ভূমিতে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করবে। আমাদের - রোহিঙ্গা মুসলিমদের - নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে তাদের জন্য ঘর-বাড়ি নির্মাণ করতে বাধ্য করা হয়। আমাদের সম্পদগুলো এসকল বৌদ্ধদের ব্যবহারের জন্য 'বাজেয়াপ্ত' করা হয়েছিল। ঐসকল বৌদ্ধদের আমরা 'নাতালা' বলে সম্বোধন করি।"

জনৈক রোহিঙ্গা ব্যক্তি:

"আমাকে একমাস এই বৌদ্ধদের গ্রামের কাঠামো নির্মাণের কাজ করতে জোরপূর্বক বাধ্য করা হয়েছিল এবং এটা করতে হয়েছে আমার নিজস্ব সঞ্চিত সম্পদ ব্যয় করে। তারা প্রথমে আমাদের মুখের রুটি কেড়ে নিয়েছে পরে আমাদেরকে হত্যা করেছে।"

আস সাহাব মিডিয়া:

যারা মিয়ানমার থেকে জীবিত পলায়ন করতে সক্ষম হয়েছিল, তারা বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরগুলোতে কষ্ট ও লাঞ্ছনার জীবন যাপন করছে। এই সম্মানিত বৃদ্ধ লোকটি সাংবাদিকদের তাঁর ভাইয়ের পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন। তাঁর ভাই (মিয়ানমারের) ঐ গ্রামের মসজিদের ইমাম ছিলেন। উনার স্ত্রী আমাদের সামনে মিয়ানমারে সন্ত্রাসীদের নিপীড়নের কিছু নমুনা পেশ করেন।

জনৈক রোহিঙ্গা বোন:

"তাকে (মিয়ানমারের ঐ গ্রামের মসজিদের ইমামকে) আটক করার পর সন্ত্রাসী বাহিনী লাঠি দিয়ে তার মাথায় বেদম আঘাত করে। এরপর তারা আমাদের একত্রে জড়ো করল এবং আমাদের মধ্য থেকে দশ জন পুরুষকে বাছাই করে নেয়। তারা এই দশজনকে নদীর তীরে হাত উঁচিয়ে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করে। এরপর তারা এই দশজনকে হত্যা করে।

তারা (মিয়ানমার সেনাবাহিনী) চূড়ান্ত পর্যায়ের বর্ণবাদী। তাই তারা ও বৌদ্ধ সন্ত্রাসীরা মিলে একসাথে এই আগ্রাসন চালিয়েছে। আমাদের ঘর বাড়িতে আগুন

দিয়ে সেগুলো ছাই করে দিয়েছে এবং আমাদেরকে আমাদের ভূমি থেকে বের করে দিয়েছে।"

আস সাহাব মিডিয়া:

এই বোন যে কষ্ট তার অন্তরে লুকিয়ে রেখেছেন তার তীব্রতা এতই বেশি যে, সেটি তার পক্ষে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। মুসলিমদের উপর এতো 'ভয়ঙ্কর ও পাশবিক গণহত্যা' হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ব সম্প্রদায়ের ভূমিকা ছিল নীরব দর্শকের মতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে মিয়ানমারের সন্ত্রাসীদের সমর্থন করতে দেখা গেছে।

এর কারণ সুস্পষ্ট – কেননা এখানে ভুক্তভোগীরা - মুসলিম। ভুক্তভোগীরা যদি খ্রিস্টান বা বৌদ্ধ বা নাস্তিক হত তবে প্রতিক্রিয়া ভিন্ন হত। কারণ তারা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচ আসনের অধিকারী।

শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ:

আমি আপনাদের কাছে 'নিরাপত্তা পরিষদে' আন্তর্জাতিক ক্রুসেডার জোট এবং পৌত্তলিক বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরাই যে স্থায়ী সদস্যের আসনগুলো দখল করে আছে সে বিষয়টি পরিষ্কার করতে চাচ্ছি। নিরাপত্তা পরিষদে এদের স্থায়ী আসন থাকার কারণে এরা যেকোনো ইস্যুতে ভেটো দেয়ার ক্ষমতা রাখে।

আমেরিকা ও ব্রিটেন প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানদের প্রতিনিধিত্ব করে, রাশিয়া অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের, ফ্রান্স ক্যাথোলিক খ্রিস্টানদের, আর চায়না বৌদ্ধ ও মূর্তিপূজারীদের প্রতিনিধিত্ব করছে।

জাতিসংঘে ৫৭ টি মুসলিম রাষ্ট্র সদস্য হিসেবে আছে। পৃথিবীর জনসংখ্যার ৫ ভাগের ১ ভাগ মুসলিম। অপরদিকে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ৪ ভাগের ১ ভাগের বেশি দেশ মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব করা সত্ত্বেও মুসলিমদের জন্য নিরাপত্তা পরিষদে কোন আসন নেই।

অথচ ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোর এক একটি অঞ্চল, যেমন – পাকিস্তানের পাঞ্জাবের জনসংখ্যা ফ্রান্স ও ব্রিটেনের জনসংখ্যার চাইতে বেশি। আবার ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোর কোন কোন অঞ্চল, যেমন - সুদানের দারফুর আয়তনের দিক থেকে

ব্রিটেনের চাইতে বড় এবং ফ্রান্সের আয়তনের কাছাকাছি। তা সত্ত্বেও নিরাপত্তা পরিষদে মুসলিম কোন রাষ্ট্রের আসন নেই।

আমি এখানে নিরাপত্তা পরিষদে মুসলিমদের আসনের পক্ষে বলছি না। কেননা এটা সঠিক নয়। আমি শুধু নিরাপত্তা পরিষদে ক্রুসেডার ও মূর্তিপূজারীদের অবস্থানটা স্পষ্ট করতে চেয়েছি।

পরিশেষে কথা হল – জাতিসংঘ একটি কুফুরি প্রতিষ্ঠান এবং যে জাতিসংঘের আইন-কানুনে সন্তুষ্ট থাকবে তাকেও কাফির বলে গণ্য করা হবে। এই প্রতিষ্ঠানটি ক্রুসেডার/যায়নিষ্টদের পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের একটি মাধ্যম। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই ক্রুসেডার/যায়নিষ্টরা আজ আমাদের উপর যুদ্ধ পরিচালনা করছে এবং আমাদের ভূমিগুলোতে বিভাজন তৈরি করে সেগুলোকে দখল করেছে।

আস সাহাব মিডিয়া:

মিথ্যুক বিশ্ব সম্প্রদায় - সন্ত্রাসী বার্মিজ সেনাবাহিনী, পশ্চিমাদের পরিকল্পনায় গড়ে উঠা তথাকথিত 'গণতান্ত্রিক' সরকার এবং রক্তপিপাসু বৌদ্ধ সমর্থকদের হামলা চালানোর পুরো সময়টাতে ও পরে - মুসলিমদের হত্যা ও জোরপূর্বক তাদের জন্মভূমি থেকে উচ্ছেদ করার প্রক্রিয়াতে – সব ধরণের সাহায্য অব্যাহত রেখেছিল।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের সন্ত্রাসের মাত্রা কেমন ছিল সেটা বুঝার জন্য চলুন বার্মিজ সেনাবাহিনীর একজন অফিসারের বক্তব্য শুনি -

একজন বার্মিজ সেনা সদস্য:

একারণেই তারা (মুসলিমরা) আমাদের (বার্মিজদের) সংখ্যালঘুদের জন্য হুমকিস্বরূপ। তারা পুরো রাখাইন প্রদেশ দখল করতে চায়। এরপর তারা পুরো দেশ দখল করবে এবং নিয়ন্ত্রণ করবে। তাদের মনের গোপন ইচ্ছা এটাই। আমাদের তাদেরকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই।

আস সাহাব মিডিয়া:

মিয়ানমারে মুসলিমদের উপর চালানো গণহত্যাটি খুব সাবধানতার সাথে সমন্বয় করা হয়েছিল। সেখানে হত্যা, ভাংচুর, অবরোধ এবং জোরপূর্বক অবস্থানের পরিবর্তনকে - অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

এক বার্মিজ সেনা সদস্য:

আমরা তাদের উপর দ্রুততা ও কঠোরতার সাথে আঘাত করবো। এতে কোন সন্দেহ নেই। শীঘ্রই আমরা তাদের গ্রামগুলো পরিষ্কার করবো। একদল সেনা সদস্য অঞ্চলগুলোতে শুদ্ধি অভিযান চালাবে, আর অন্য একদল সেনা সদস্য তখন রোহিঙ্গাদের পালাতে বাঁধা দিবে।

ম্যাথুউ স্মিথ (ডাইরেক্টর, ফোরটিফাই রাইটস):

বার্মিজ সেনাবাহিনী মূলত রোহিঙ্গা গ্রামগুলোতে আক্রমণ করে। এক পর্যায়ে তাদের পালানোর পথ বন্ধ করে পাশবিক নির্যাতন ও গণহত্যা চালায়। এছাড়া তারা মুসলিমদের দেশান্তরিত করার উদ্দেশ্যে হামলা করে এবং বাংলাদেশের দিকে ধাবিত করে।

এক বার্মিজ সেনা সদস্য:

আমাদের কোনও ব্যাকপ্যাক নেই। আমাদের কোন খাবার নেই এবং আমরা ঘুমাই না। আমরা আমাদের গুলি এবং বন্দুক দিয়ে তাদেরকে পরাজিত করতে এসেছি। এখন আমরা আপনাদের সহায়তার উপর নির্ভর করছি।

আপনারা আপনাদের সাহস প্রমাণ করুন। লাঠি এবং চাকু দ্বারা নিজেদের সুসজ্জিত করুন। এমনকি বয়স্ক এবং বাচ্চাদেরও এই লড়াইতে যোগ দিতে হবে।

ম্যাথুউ স্মিথ (ডাইরেক্টর, ফোরটিফাই রাইটস):

বার্মিজ সৈন্যটি গ্রামবাসীদের নিজেদের হাতে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে উৎসাহিত করেছে এবং আমরা এটাই দেখেছি। ঘটনাগুলো এভাবেই সংগঠিত হয়েছে। গ্রামবাসীরা নানান অস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। যেমন: ছুরি, লম্বা তরবারি, অনেক ক্ষেত্রে ক্ষেপণাস্ত্র ইত্যাদি। তারা মিয়ানমার পুলিশ এবং আর্মির সাথে যোগদান করে। কিছু

প্রশিক্ষণের দৃশ্য দেখার পর মনে হলো, মানুষ হত্যার জন্য তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল।

আস সাহাব মিডিয়া:

এই অপরাধগুলো সম্পর্কে পশ্চিমা সরকারগুলি জানার পরও আশ্চর্য রকমের নিশ্চুপ ছিল। অন্যদিকে মুসলিম বিশ্বের সরকারগুলোর প্রতিক্রিয়াও পশ্চিমাদের থেকে খুব একটা আলাদা ছিল না।

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ:

দুর্ভাগ্যক্রমে, এই গণহত্যার প্রেক্ষিতে - মুসলিম বিশ্বের সরকারগুলোর প্রতিক্রিয়া পশ্চিমাদের চেয়ে আলাদা কিছু ছিল না। এতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই। কেননা এসকল পুতুল সাম্রাজ্য পশ্চিমারাই তৈরি করে মুসলিমদের উপর চাপিয়ে রেখেছে। পশ্চিমারা এই পুতুল সাম্রাজ্যগুলোর দ্বারাই মুসলিম দেশগুলোতে তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো রক্ষা করে থাকে।

আস সাহাব মিডিয়া:

রোহিঙ্গা মুসলিমরা বার্মাতে ভয়াবহ ধরণের নির্যাতনের স্বীকার হবার পর – বাংলাদেশে এসেও তাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এটি অবশ্য অবাক হওয়ার মতো কোন বিষয় নয়, কেননা বাংলাদেশের সরকার গুণ্ডাদের দ্বারা পরিচালিত হয়।

হারিস আহমাদ (বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চীফ অফ স্টাফের ভাই এবং প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত বডিগার্ড):

বেনযির আছে। র‍্যাব আছে, ইয়ে আছে, সবকিছু। ওগো দিয়াই তো কাম করাই। আমার গুন্ডা হইল - র‍্যাব। আমার তো এখন গুন্ডা লাগে না। আমার তো এইডিই গুন্ডা। ওরা কাজ করে, এখন তো গুন্ডাও আছে পুলিশও আছে। পুলিশই তো আমাগো গুন্ডা। গুন্ডা আর লাগে নাতো। গুন্ডা এখন পুলিশ। যার পুলিশ লাইন আছে, যার প্রশাসন আছে, হেই এখন গুন্ডা।

আস সাহাব মিডিয়া:

বাংলাদেশের সন্ত্রাসী গ্যাং - পশ্চিমা বিশ্বের পরিকল্পনায় বার্মার সন্ত্রাসীদের চালানো অপারেশনের বাকি অংশ শেষ করার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিয়ে নিয়েছে।

বাংলাদেশে যে সকল রোহিঙ্গা শরণার্থীরা আশ্রয় শিবিরে মানবেতর জীবনযাপন করছিল এই আশা বুকে নিয়ে যে, একদিন আবার তারা তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে যাবে – তাদেরকে বাংলাদেশ সরকার জোরপূর্বক এই আশ্রয় শিবির থেকে বের করেছে। এরপর তাদেরকে প্রত্যন্ত নির্জন দ্বীপে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেছে – যেখানে যেকোনো মুহূর্তে ভয়ংকর সুনামি হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

আর এভাবেই এই সন্ত্রাসী সরকার এই শরণার্থীদের দায়ভার নিজেদের কাঁধ থেকে সড়াতে চাচ্ছে। সেইসাথে মিয়ানমার সরকার ও সামরিক বাহিনীর অপারেশনের বাকি অংশ এখানে পূর্ণ করেছে।

বাংলাদেশ সরকারের এমন আচরণে আসলে অবাক হবার কিছু নেই। কেননা এই সরকার এমনিতেই মাফিয়া দ্বারা পরিচালিত সরকার যারা বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। বৌদ্ধরা মিয়ানমারে যেভাবে রোহিঙ্গাদের উপর হামলা চালিয়েছে, একই পদ্ধতিতে বাংলাদেশ সরকার সেখানকার মুসলিমদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে।

শাইখ মাহমুদ আল হাসানাত:

এই উম্মাহর আমিররা এখন মাতাল... এই উম্মাহর আমিররা এখন মাতাল... গানের শব্দ এখন তাদের কানে প্রশান্তি দান করে...

উম্মতের আলেমরা আজ তাদের অসারতায় নিমজ্জিত... আমাদেরকে হক্ব বলার মত উলামারা আজ কোথায়?

তাওহীদের দিকে আহবানকারীরা আজ কোথায়? দ্বীনের দায়ী'রা আজ কোথায়? ঈমানের দিকে আহবানকারীরা আজ কোথায়?

মুসলিমরা আজ কোথায়? (মিয়ানমারে যারা হত্যার স্বীকার হচ্ছে) তারা কি আমাদের ভাই নয়? তারা কি আমাদের ভালোবাসার মানুষ নন? তারা কি মুখে এটা বলে না যে, 'তাদের রব একমাত্র আল্লাহ?'

তারা কি আমার মা ও আপনাদের মা নন? তারা কি আমার বোন এবং আপনাদের বোন নন?

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ:

তাই আমি আর - বড় সন্ত্রাসী পশ্চিমা বিশ্ব, তাদের পালিত ছোট সন্ত্রাসী মিয়ানমার সরকার, অথবা মুসলিম দেশগুলোর উপর চেপে বসা কুফফারদের পুতুল ও সন্ত্রাসী শাসকদের – ব্যাপারে কথা বলে আমার কথার অপচয় করবো না।

আমার বার্মার মুসলিম ভাই ও সারাবিশ্বের মুসলিম ভাইদের প্রতি আমার বার্তা হল-

আপনাদের আমি বলতে চাই - যারা দুর্বল তাদের নিজেদের ব্যাপারে নিজেদের সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন সুযোগ নেই।

এটাই ইতিহাসের নিয়ম। একারণেই কুরআন বারবার এই বাস্তবতার দিকে আমাদের মনোযোগ টানার চেষ্টা করেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন-

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

“যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রিষ্টানদের) নির্জন গির্জা, এবাদত খানা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলাতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর।” (সূরা আল-হাজ্জ ২২:৪০)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আরও বলেন -

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا

"আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে, অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।" (সূরা আন-নিসা ৪:৭৫)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন -

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا

"আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের জিম্মাদার নন! আর আপনি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ্য খর্ব করে দেবেন। আর আল্লাহ শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা।" (সূরা আন-নিসা ৪:৮৪)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আরও বলেন -

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

"সম্মানিত মাসই সম্মানিত মাসের বদলা। আর সম্মান রক্ষা করারও বদলা রয়েছে। বস্তুতঃ যারা তোমাদের উপর জবরদস্তি করেছে, তোমরা তাদের উপর জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি তারা করেছে তোমাদের উপর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, যারা পরহেযগার, আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন।" (সূরা আল-বাকারা ২:১৯৪)

সুতরাং, পশ্চিমাদের উসকানিতে নির্যাতন চালানো এই সন্ত্রাসী বৌদ্ধ সরকারের উপর পাল্টা শক্তি প্রয়োগ করা ছাড়া তাদেরকে থামানো যাবে না। তাদেরকে তাদের চালানো নির্যাতনের উপযুক্ত জবাব দিতে হবে মিয়ানমারের ভিতরে এবং বাইরে। এটা সমগ্র উম্মাহর উপর আবশ্যক ভাবে করনীয়।

আস সাহাব মিডিয়া:

আমাদের মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থা এমন – যার দুর্দশাগুলো পূর্বের তুলনায় অনেকগুনে বেড়েছে। প্রতিটি কোন এবং দিক থেকে এই উম্মাহর উপর আক্রমণ চালানোর জন্য শত্রুরা আজ একত্রিত হয়েছে।

আমাদের রোহিঙ্গা ভাইবোনদের উপর যে দুর্যোগ নেমে এসেছে, একই দুর্যোগ নেমে এসেছে সিরিয়ার ভাই-বোনদের উপর। তাদের উপর বোমা হামলা চালিয়ে, নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে শরণার্থী ক্যাম্পের কষ্টকর জীবন-যাপনে বাধ্য করা হয়েছে। শরণার্থী শিবিরে তাদের কষ্টকর জীবনযাপন দেখলেই বুঝা যায় – বিশ কুফুরি শক্তি তাদের উপর কী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়েছে!!

কাশ্মীরের পরিস্থিতিও একই। সেখানে আমাদের লোকেরা সম্ভাব্য নিষ্ঠুরতম নিপীড়ন ও নির্যাতনের মধ্যে আছে।

চীনের উইঘুর মুসলিমরা চীনা সরকার দ্বারা ব্যাপক নিপীড়নের স্বীকার হচ্ছে। উইঘুর মুসলিমদের নিপীড়নের ক্ষেত্রে চীনা সরকার সকল ধরণের সীমানা অতিক্রম করে ফেলেছে।

সেখানে 'কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প'গুলোতে আমাদের বোনেরা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। তাদেরকে জোরপূর্বক বন্ধাকরণ কর্মসূচীর আওতায় এনে তাদের সন্তান ধারণ করার ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়া হচ্ছে।

পরিস্থিতি এখন এমন – আমেরিকার চীনা দূতাবাসের কূটনীতিকরা এই ঘোষণা দেয়ার দুঃসাহস দেখাচ্ছে যে, "উইঘুরদের বিরুদ্ধে চালানো এই কর্মসূচীর কারণে পুরো বিশ্বের চীনের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।"

সন্ত্রাসী ফ্রান্স সরকার ইসলামিক মাগরিবের দেশগুলোতে বিশেষ করে মালিতে বেসামরিক জনগণের উপর বোমা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। এরপর জনগণ যদি নিজেদের বাঁচাতে যেয়ে আক্রমণকারী সৈন্যদের হত্যা করে, তখন ফরাসি

দখলদাররা বেসামরিক লোকদের বাড়িগুলোতে ও বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোতে হামলা করে তাদের ঘর-বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করছে।

আমেরিকাও একই পদ্ধতিতে তাদের নৃশংস বোমা হামলার নীতি আফগানিস্তানের নিরীহ জনগণের উপর প্রয়োগ করে চলেছে।

আমাদের সোমালিয়ার জনগণের অবস্থাও একই। সেখানে কুফফারদের ঐক্যবদ্ধ সেনাবাহিনী একত্রিত হয়েছে এবং সকল দিক থেকে সোমালিয়ার নিরীহ জনগণের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। কুফফার বাহিনী সবচাইতে জঘন্যতম নৃশংসতা সেখানে চালাচ্ছে।

এই হল বর্তমান মুসলিম উম্মাহর অবস্থা। যার দুঃখ-দুর্দশা শেষ হবার নয় এবং মুসলিম উম্মাহর দেহের ক্ষতেরও কমতি নেই।

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ:

রোহিঙ্গা মুসলিমদের ব্যথা সামগ্রিকভাবে মুসলিম উম্মাহর ব্যথা। আমাদের শত্রুরা সবসময় আমাদের মধ্যে বিভাজন জিইয়ে রাখার চেষ্টা করবে। যেমন তারা মিসরীয়দের বলবে, "তোমরা শুধু মিসরকে নিয়ে চিন্তা করলেই হবে..."। মাগরিবের অধিবাসীদের তারা বলবে, "তোমরা শুধু মাগরিবকে নিয়ে চিন্তা করবে..."। একই কথা তারা সিরিয়া, হিন্দুস্তান, চেচনিয়া, ফিলিপাইন, সোমালিয়া সহ অন্যান্য মুসলিম অধিবাসীদের বলবে।

সে আরও ভয় দেখাবে, "যদি তুমি আমাদের বেধে দেয়া এই সীমানা অতিক্রম কর তবে আমরা তোমাকে অবরোধ ও বন্দি করবো। তোমাকে তখন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করা হবে। আমরা তোমার নাম ওয়ান্টেড লিস্টে দিয়ে দিব। আমরা তোমার উপর স্থলপথে, আকাশপথে ও অর্থনৈতিকভাবে অবরোধ করবো। তোমার উপর বোম ও মিসাইল হামলা চালাবো।"

আস সাহাব মিডিয়া:

হ্যাঁ, (তাদের চোখে)আমাদের প্রত্যেকেই সন্ত্রাসী। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীরা এখন আর মুসলিমদের - তাদের জাতীয়তা ও মতাদর্শের ভিত্তিতে আলাদা করে না। তাদের চোখে আমাদের সকলের একটাই পরিচয় – আমরা মুসলিম। তাদের

মতাদর্শ হল – প্রত্যেক মুসলিম আমাদের শত্রু এবং এদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে।

থিবাউল্ট ডি মন্টব্রায়াল (Thibault de Montbrial)

আমাদের এই বিষয়টা বুঝতে হবে। এখানে একটা বিষয় আছে যেটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে -

বিগত কয়েক বছর ধরে পশ্চিমা দেশগুলো সন্ত্রাসবাদের হুমকিটা অনুধাবন করতে পারছে। 'সন্ত্রাসবাদ' আমাদের জন্য কোন লেভেলের হুমকি সেটা সবাই এখন বুঝতে পারছে। দিনকে দিন 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে'র প্রতি মানুষের সমর্থন বাড়ছে।

যাইহোক, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমরা যে যুদ্ধটা দেখি এটা হল এই হুমকি মোকাবেলার সামরিক প্রচেষ্টা। 'সন্ত্রাসবাদ'কে এখানে একটা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তবে 'সন্ত্রাসবাদীরাই কিন্তু আমাদের মূল শত্রু নয়।

ইতিহাস জুড়ে এমন আরও অনেক সন্ত্রাসী সংগঠন ইউরোপে ছিল। তাদের বিরুদ্ধে কীভাবে লড়াই করে হুমকি মোকাবেলা করা হয়েছে সেটা আলাদা বিষয়। তবে মূল বিষয় হল – এসকল আন্দোলনের পিছনে যে মতাদর্শ কাজ করেছে সেটাই আসলে মূল হুমকি তৈরি করে।

ইসলামিক মতাদর্শকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায় –

১. রাজনৈতিক সংঘাত বা সন্ত্রাসবাদ -

এটি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে কারণ এর ফলাফল আমাদের চোখের সামনে। এটি আমাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে। এর কারণে আমরা নিজেদের ও প্রিয়জনদের নিয়ে ভয়ে থাকি।

এখানে অন্যতম হুমকি হচ্ছে ঐ সকল ইসলামিক স্কলাররা যারা সুস্পষ্ট ছলনার আশ্রয় নেয়। তারা নিজেদেরকে 'সন্ত্রাসবাদ' থেকে আলাদা করে রাখে আর বলে, তারা সহিংসতায় বিশ্বাসী না। তারা সরাসরি সহিংসতায় জড়ায় না।

আপাতদৃষ্টিতে, তারা বিপদজনক নয়। তবে বাস্তবে এই উভয় ধারার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অভিন্ন।

তাদের এই দুইটি পথ হচ্ছে - একই লক্ষ্য বাস্তবায়নে দুটি ভিন্ন পন্থার অবলম্বন মাত্র।

টিভি অনুষ্ঠানের উপস্থাপকঃ- ক্লাউড, 'ইসলামী মৌলবাদ' এর রাজনৈতিক লক্ষ্য বিষয়ে আপনারও কি একই অভিমত? এক্ষেত্রে আমার 'মুসলিম ব্রাদারহুডের' কথা মাথায় এসেছে।

ক্লাউডঃ- হ্যাঁ অবশ্যই। 'মুসলিম ব্রাদারহুড' এবং এ জাতীয় অন্যান্য সংগঠনগুলো।

আস সাহাব মিডিয়া:

যারা ইসলামের জন্য কাজ করে বা করতে চায়, বর্তমানে পরিস্থিতিতে তাদের সকলকে জাতীয়তা ও মতাদর্শের পার্থক্যকে পাশ কাটিয়ে একতাবদ্ধ হতে হবে। কেননা তাদের মধ্যে জাতিগত ও মতাদর্শগত পার্থক্য থাকলেও শত্রু এখন আর তাদেরকে আলাদা হিসেবে দেখে না।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অনৈক্য এবং বিভাজন ব্যর্থতার দিকেই নিয়ে যায়। পরিণামে দুর্ভোগ আরও বাড়ে।

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ:

আর দ্বীনের ব্যাপারে গায়রতসম্পন্ন প্রত্যেক সম্মানিত মুসলমান, যারা এই উম্মাহের সম্মান ও এর পবিত্রতার ব্যাপারে সচেতন - তাদের কাছে এটা অবশ্যই অগ্রহণযোগ্য। যে সত্যিকার অর্থে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে তার রব, ইসলামকে তার দ্বীন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর নবী ও রাসুল হিসেবে মানে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু নাযিল হয়েছে তার অনুসরণ করে – তার কাছে এটা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُرَدُّ عَلَى أَقْصَاهُمْ " .

“ইবনু আব্বাস (রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ মুসলমানের জীবনের মূল্য এক সমান। তারা বিজাতীয় শত্রুর বিরুদ্ধে একটি হাতস্বরূপ (একতাবদ্ধ)। তাদের একজন সাধারণ লোকও অপরকে তাদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারে। তাদের দূরবর্তী ব্যক্তিও গনিমতে শরীক হবে (সেনানায়ক যদি তাকে অন্যত্র কোন প্রয়োজনে পাঠিয়ে থাকে)।” (সুনানে ইবনে মাজাহ – ২৬৮৩)

আমার মুসলিম ভাইয়েরা, আমার মুজাহিদ ভাইয়েরা, আমার স্বাধীনতাকামী সেসকল ভাইয়েরা যারা পরাধীনতাকে অপছন্দ করে -

আমাদের কর্মপন্থা সুস্পষ্ট। মিয়ানমার এবং মিয়ানমারের সন্ত্রাসীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর উপর যেখানেই সুযোগ পাওয়া যাবে সেখানেই আমরা আঘাত করবো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন -

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿﴾ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاء وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন। (১৪) এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবে, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” (সূরা আত-তাওবাহ ৯:১৪-১৫)

وآخردعو انا ان الحمد لله ربالعالمين

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين

ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।